**ভূমিকা**

**যে কারণে আমি সার্কাস ভালবাসি**

আমি সার্কাস ভালবাসি। বাজিকরকে শূন্যে করাতের শিকল ছুঁড়ে মারতে দেখে আনন্দ পাই আমি। দড়াবাজিকরকে একসাথে দশবার পাক খেতে দেখেও মজা পাই আমি। প্রদর্শনী দেখতে আমার ভাল লাগে। কাউকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কাজ করতে দেখলে আমার মধ্যে বিস্ময় ও আনন্দের অনুভূতি জাগে।

শৈশবে আমার স্বপ্ন ছিল সার্কাসের কর্মী হব। তবে বাবা-মায়ের ইচ্ছা ছিল, তারা যে শিক্ষা অর্জন করতে পারেননি সেটা যেন আমি পাই। ফলে শেষমেষ পড়লাম চিকিৎসাবিদ্যা।

কোনো এক বিকেলের একটি মেডিকেলের ক্লাসের কথা। বেরসিক সুরে অধ্যাপক সাহেব বলছিলেন কীভাবে কণ্ঠনালী কাজ করে। তবে মজার একটি কথাও তিনি বললেন, “গলায় কোনো কিছু বেঁধে গেলে চিবুকের হাড়কে সামনে ঠেলে দিয়ে নালীকে সোজা করা যায়। ” বিষয়টা বোঝানোর জন্যে তিনি একজন তরবারি ভক্ষকের এক্সরে দেখিয়ে দিলেন।

আমার মধ্যে অনুপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। আমার স্বপ্নের তাহলে মৃত্যু হয়নি! কয়েক সপ্তাহ আগে রিফ্লেক্স১ নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম। আমি দেখলাম, সব সহপাঠীর মধ্যে আমি ই ওয়াক-ওয়াক না করে গলার ভেতরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আঙ্গুল প্রবেশ করাতে পারি। তখন এতে আমি অতটা গর্ববোধ করিনি। আমার কাছে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো দক্ষতা মনে হয়নি। তবে এখন এর গুরুত্ব বুঝলাম। সাথে সাথে শৈশবের স্বপ্ন আবার মাথাচাড়া দিল। তরবারি ভক্ষক হবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

শুরুতে একদমই পারছিলাম না। আমার কাছে কোনো তরবারি ছিল না। মাছ ধরার একটি লাঠি ব্যবহার করলাম। বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু এক ইঞ্চির বেশি নিতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বারের মতো হাল ছেড়ে দিলাম।

তিন বছর পরের কথা। তখন আমি একটি সত্যিকারের মেডিকেল ওয়ার্ডের প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তার। রোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন খুব বেশি কাশতে থাকা একজন বৃদ্ধ। কাজে লাগতেও পারে ভেবে আমি সবসময় রোগীদের পেশা জানতে চাইতাম। দেখা গেল, বৃদ্ধ মানুষটি তলোয়ার ভক্ষক ছিলেন। এক্সরেতে আই ভক্ষককেই দেখেছি জেনে কতটা অবাক হতে পারি একবার কল্পনা করুন তো!আমি তাঁকে আমার লাঠি নিয়ে চালানো প্রচেষ্টার কথা বললাম। উনি বললেন, “ডাক্তার সাহেব, কণ্ঠনালী যে চ্যাপ্টা আপনি জানেন না? আপনি গলায় শুধু চ্যাপ্টা জিনিসই প্রবেশ করাতে পারবেন। এ জন্যেই তো আমরা তলোয়ার ঢুকাই।”

পরের দিন কাজ থেকে ফিরে চ্যাপ্টা হাতল দেখে একটি স্যুপের কাঠি নিলাম। শুরু করলাম চর্চা। একটু পরেই পুরো হাতল গলা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। আমি উত্তেজিত হয়ে গেলাম। কিন্তু স্যুপের কাঠির হাতল ভক্ষণ করা তো আমরা স্বপ্ন না। পরের দিন স্থানীয় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার দরকারি জিনিসটা হাসিল করলাম। ১৮০৯ সালের একটি সুইডিশ আর্মি বেয়োনেট। জিনিসটাকে পুরো গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। নিজের অর্জন নিয়ে গর্বিত হলাম। অস্ত্রকে পুনর্ব্যবহারের একটি দারুণ উপায় পেয়েও তৃপ্তিবোধ করলাম।

তলোয়ার ভক্ষণ সবসময় প্রমাণ করেছে, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কাজও করা সম্ভব হতে পারে। এটি মানুষকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মাঝেমধ্যে আমি আমার বৈশ্বিক উন্নয়নের ক্লাস শেষে প্রাচীন এই ইন্ডিয়ান শিল্পটি করে দেখাই। আমি টেবিলের ওপর ওঠে দাঁড়িয়ে ফর্মাল শার্টটি খুলে ফেলি। তখন আমার কালো গেঞ্জি ও এতে স্বর্ণের কারুকাজ করা গুটি দেখা যায়। আমি সবাইকে চুপ হয়ে যেতে বলি। ঢাকের তালে তালে ধীরে ধীরে গলার ভেতরে তলোয়ার গেঁথে দেই। বাহু প্রসারিত করি। সবাই অভিভূত হয়ে যায়।

**নিজেকে যাচাই করুন**

বইটার বিষয়বস্তু হলো বিশ্ব ও তাকে বোঝার উপায়। তাহলে সার্কাসের কথা দিয়ে কেন শুরু করা? কেনইবা ক্লাস শেষে নিজেকে জাহির করা? একটু পরই বলছি। তবে তার আগে আমি বিশ্ব সম্পর্কে আমার জ্ঞানকে একটু পরখ করে নিতে চাই। একটু কাগজ-কলম নিন। নীচের এই ১৩টি প্রশ্নের উত্তর লিখুন।

১। পুরো বিশ্বের নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে কতজন মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে?

ক) ২০%

খ) ৪০%

গ) ৬০%

২। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ কোথায় বাস করেন?

ক) নিম্ন-আয়ের দেশে

খ) মধ্য-আয়ের দেশে

গ) উচ্চ-আয়ের দেশে

৩। গত ২০ বছর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করা মানুষের সংখ্যা-

ক) প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে

খ) প্রায় একই রয়েছে

গ) প্রায় অর্ধেক হয়েছে

৪। বর্তমানে বিশ্বের মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু কত?

ক) ৫০ বছর

খ) ৬০ বছর

গ) ৭০ বছর

৫। বর্তমান বিশ্বে ০ থেকে ১৫ বছরে ২০০ কোটি শিশু আছে। জাতিসংঘের মতে ২১০০ সালে এমন কতজন শিশু থাকবে?

ক) ৪০০ কোটি

খ) ৩০০ কোটি

গ) ২০০ কোটি

৬। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, ২১০০ সালে বিশ্বে মানুষের সংখ্যা আরও ৪০০ কোটি বেশি থাকবে। এর প্রধান কারণ কী?

ক) শিশুদের (১৫ বছর কমবয়সী) সংখ্যা বাড়বে

খ) প্রাপ্তবয়স্কদের (১৫ থেকে ৭৫ বছরের) সংখ্যা বাড়বে

গ) বেশিসংখ্যক বৃদ্ধ (৭৫+ বছরের) মানুষ থাকবেন

৭। গত ১০০ বছরে প্রাকৃতিক দূর্যোগে বার্ষিক মৃত্যু-

ক) দ্বিগুণের বেশি হয়েছে

খ) প্রায় একই রয়েছে

গ) অর্ধেকের বেশি কমেছে

৮। বর্তমান বিশ্বে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭০০ কোটি। তাদের অবস্থান কোন মানচিত্রে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখানো হয়েছে?

ক) A

খ) B

গ) C

৯। বিশ্বে এ পর্যন্ত ১ বছর বয়সী কতসংখ্যক শিশুকে কোনো রোগের টিকা দেওয়া হয়েছে?

ক) ২০ ভাগ

খ) ৫০ ভাগ

গ) ৮০ ভাগ

১০। গড়ে পুরো বিশ্বের ৩০ বছর বয়সী পুরুষরা ১০ বছর পড়াশোনা করেছেন। একই বয়সের মহিলারা গড়ে কত বছর পড়েছেন?

ক) ৯ বছর

খ) ৬ বছর

গ) ৩ বছর

১১। ১৯৯৬ সালে বাঘ, বড় পাণ্ডা ও কালো গণ্ডারের নাম বিপন্ন (endangered )প্রাণীর তালিকায় লিপিবদ্ধ ছিল। এই তিন প্রাণীর কতটি বর্তমানে চরম বিপন্ন (critically endangered)?

ক) ২টি

খ) ১টি

গ) একটিও নয়

১২। বর্তমান বিশ্বে কতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আছেন?

ক) ২০ ভাগ

খ) ৫০ ভাগ

গ) ৮০ ভাগ

১৩। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে ১০০ বছর পরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা

ক) বাড়বে

খ) একই থাকবে

গ) কমবে

উত্তর:

১। গ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। গ, ৬। খ, ৭। গ, ৮। ক, ৯। গ, ১০। ক), ১১। গ, ১২। গ, ১৩। ক

প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্যে ১ পয়েন্ট। দেখুন তো কত পেলেন।

**বিজ্ঞানী, শিম্পাঞ্জি ও আপনি**

আপনি কত পেলেন? আপনার কি অনেক বেশি ভুল হয়েছে? আপনার কি মনে হয়েছে যে অনেক বেশি অনুমান করতে হচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে আপনাকে দুটি স্বান্তনার বাণী শোনাচ্ছি।

প্রথমটি হলো, এই বই শেষ করলে আপনার স্কোর অনেক বাড়বে। এটা এ কারণে নয় যে আমি আপনাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বিশ্বের অনেকগুলো তথ্য-উপাত্ত মুখস্ত করাব (আমি একজন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য অধ্যাপক। কিন্তু পাগল নই)। আপনার ভাল করার কারণ হবে আমি আপনার সাথে চিন্তার কিছু উপকরণ শেয়ার করব। এর মাধ্যমে আপনি বড় চিত্রকে সঠিক করে দেখতে পারবেন। বিশ্ব কীভাবে চলে সে বিষয়ে আপনার অনুভব আরও উন্নত হবে। এর জন্যে আপনাকে খবু বেহসি গভীরের জ্ঞানও অর্জন করতে হবে না।

স্বান্তনার দ্বিতীয় বিষয় হলো, আপনি যদি এই কুইজে খারাপ করেও থাকেন, ভাববেন না। আপনার মতো আরও অনেক মানুষ আছেন।

গত দশকগুলোতে আমি এমন তথ্য দিয়ে শত শত প্রশ্ন তৈরি করেছি। দারিদ্র্য ও সম্পদ নিয়ে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে। জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ, সহিংসতা, শক্তি ও পরিবেশ নিয়ে। এগুলোর বৈশ্বিক বিন্যাস ও প্রবণতা নিয়ে জানতে চেয়েছি। সারা বিশ্বের হাজারও মানুষকে প্রশ্ন করেছি। প্রশ্নগুলো জটিল নয়। নেই কোনো চাতুরীও। আমি যত্নের সাথে শুধু সেই তথ্যগুলোই ব্যবহার করেছি যেগুলো খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বিতর্কিত নয়। এরপরেও বেশিরভাগ মানুষ খুব ভুল উত্তর দেন।

যেমন তৃতীয় প্রশ্নটার কথাই ধরুন। এখানে চরম দারিদ্র্যের প্রবণতা নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। গত বিশ বছরে বিশ্বে চরম দারিদ্র্যে বাস করা মানুষের অনুপাত অর্ধেক হয়েছে। এটা অবশ্যই এক বৈপ্লবিক অগ্রগতি। আমি মনে করি, আমার জীবনকালে ঘটা সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এটাই। পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে এটা খুব মৌলিক একটি বিষয়ও বটে। কিন্তু মানুষ এটা জানে না। গড়ে মাত্র ৭ ভাগ মানুষ এটা জানেন। দশ জনে এক জনেরও কম।

চিত্র ১৩ নং পেইজ

(হ্যাঁ, সুইডিশ মিডিয়ায় আমি বৈশ্বিক দারিদ্র্যের হ্রাস নিয়ে অনেক কথা বলেছি।)

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা অনেকসময় দাবি করেন তাদের প্রতিপক্ষের লোকজন তথ্য জানেন না। অন্য দোষারোপ না করে তাঁরা নিজেদের জ্ঞান যাচাই করলে তাঁরা হয়ত আরও বিনয়ী হতে পারতেন। যুক্তরাষ্ট্রে জরিপ চালিয়ে আমরা দেখলাম, মাত্র ভাগ মানুষ সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন। বাকি ৯৫ ভাগ মনে করেছেন, গত ২০ বছরে চরম দারিদ্র্য একটু বদলায়নি অথবা বরং আরও খারাপ হয়ে দ্বিগুণ হয়েছে, যা পকৃত তথ্যের ঠিক বিপরীত। দুই দলের লোকই এমন ভুল করেছেন।

আরেকটি উদাহরণ দেখি: টিকা দেওয়া নিয়ে করেছি ৯ নং প্রশ্নটি। বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। ব্যাপারটা দারুণ। তার মানে বর্তমানে জীবিত সব মানুষ মৌলিক আধুনিক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এটা জানেন না। গড়ে মাত্র ১৩ জন মানুষ এটা জানেন।

চিত্র ১৪ পেইজ

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে করা শেষ প্রশ্নটির উত্তর ছিয়াশি ভাগ মানুষ সঠিক দিয়েছেন। যেসব ধনী দেশগুলোতে আমরা অনলাইন জরিপ চালিয়েছি সেগুলোতে বেশিরভাগ মানুষ জানেন যে জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা উষ্ণতর আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছেন। মাত্র কয়েক দশকেই বৈজ্ঞানিক ফলাফল পরীক্ষাগার থেকে মানুষের কাছে চলে গেছে। জনসচেতনতার একটি সাফল্যের কাহিনী এটি।

তবে জলবায়ু পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে চিন্তা করলে বাকি ১২টি প্রশ্নের সবগুলোর ক্ষেত্রে এই কাহিনিটাই চরম মূর্খতার এক কাহিনিতে পরিণত হয় (আমি এটা বোঝাচ্ছি না যে মানুষগুলো গবেট। আমি এটা ইচ্ছা করেও বলছি না। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, এটা আসলে সঠিক জ্ঞানের অভাব বোঝাচ্ছে)। ২০১৭ সালে আমরা ১৪টি দেশের ১২,০০০ মানুষকে প্রশ্নগুলো করেছি। প্রথম ১২টি প্রশ্নের মধ্যে তারা গড়ে মাত্র দুটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিয়েছেন। সবগুলো কেউ পারেননি। মাত্র একজন মানুষ ১২ নম্বরের মধ্যে ১১ পেয়েছেন (সুইডেনে)। ১৫ ভাগের মতো মানুষ শূন্য পেয়েছেন। বিশ্বাসযোগ্য?

আপনি হয়ত ভাবছেন, বেশি শিক্ষিত মানুষরা ভাল করবে। অথবা যারা এসব বিষয়ে আগ্রহী তারা ভাল করবে? হ্যাঁ, একসময় আমিও এটা ভাবতাম। কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম। আমি পৃথিবীর সব জায়গার মানুষকে পরীক্ষা করেছি। সব ধরনের মানুষকে জিজ্ঞেস করেছি। এর মধ্যে আছেন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, বিনিয়োগকারী ব্যাংকার, বহুজাতিক কোম্পানির নির্বাহী, সাংবাদিক, কর্মী ও এমনকি সিনিয়র কিছু রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকও। ওয়েরা সবাই উচ্ছশিক্ষিত মানুষ, যাদের বিশ্ব নিয়ে আগ্রহও আছে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই ভুল। তাও সংখ্যাটা কত বেশি দেখুন।এঁদের কেউ কেউ তো আবার সাধারণ মানুষের চেয়েও কম নম্বর পেয়েছেন। ভয়ানক কিছু ফল এসেছে নোবেল পুরষ্কার পাওয়া ও মেডিকেল গবেষণার কিছু মানুষ থেকে। এটা আসলে বুদ্ধিমত্ত্বার প্রশ্ন নয়। মনে হচ্ছে সবাই বিশ্ব নিয়ে ভয়ানক ভুলের মধ্যে আছে।

শুধু ভয়ানক ভুলই নয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভুল। এর মাধ্যমে আমি বলতে চাচ্ছি, ভুলগুলো র‍্যান্ডোম (দৈব) নয়। এগুলো র‍্যান্ডমের চেয়ে খারাপ। কিছুই না জানা মানুষকেও আমি প্রশ্নগুলো করলেও এর চেয়ে ভাল ফল পেতাম।

মনে করুন, আমি চিড়িয়াখানায় গিয়ে শিম্পাজিকে এই পরীক্ষা দিতে বললাম। ধরুন, দুই হাত ভরে ক, খ, গ লেখা কলা নিয়ে গেলাম। এরপর সেগুলো ছুঁড়ে দিলাম শিম্পাঞ্জির দিকে। খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করলাম। প্রতিটি শিম্পাঞ্জি কী বলে তা লিখে রাখলাম। মানে প্রত্যেকে কোন কলাটা খাচ্ছে তা দেখলাম।

যদি আমি এটা আমি করি (আমি আসলে কখনও এটা করবনা। মনে করুন করলাম) তাহলে দৈবভাবে কলা বেছেও শিম্পাঞ্জিরা সবসময় উচ্চশক্ষিত ও বিভ্রান্ত মানুষের চেয়ে ভাল করবে। নিছক ভাগ্যের জোরে শিম্পাঞ্জিরা তিন-বিকল্পের প্রশ্নগুলোতে ৩৩ ভাগ নম্বর পাবে। বা বলা যায়, পুরো টেস্টের প্রথম ১২টিতে ৪ নম্বর পাবে। মনে করে দেখুন, আমি যে মানুষদের টেস্ট করেছি তারা একই টেস্টে প্রথম গড়ে ১২তে মাত্র ২ পেয়েছেন। ২

তাছাড়া, শিম্পাঞ্জির ভুল উত্তরগুলো দুটি ভুল বিকল্পের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হবে। কিন্তু মানুষের ভুলগুলো একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবণ থাকবে। যে ধরনের মানুষকেই আমি জিজ্ঞেস করেছি, তাদের সবাই ভাবছেন পৃথিবী খুব আতঙ্কজনক অবস্থায় আছে।আছে খুব সহিংস ও নৈরাশ্যকর অবস্থায়। এক কথায় বললে, আসলে যতটা না নাটকীয় তারা তার চেয়ে বেশি ভাবছেন।

শিম্পাঞ্জি কেন আমাদের চেয়ে ভাল পারে?

এতগুলো মানুষ এতগুলো বিষয়ে কেন ভুল জানেন? বেশিরভাগ মানুষ শিম্পাঞ্জির চেয়ে খারাপ করেন। এটা কীভাবে সম্ভব? র‍্যান্ডম ফলের চেয়ে খারাপ!

১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় সর্বপ্রথম এই ব্যাপক ভুল আমার নজরে আসে। আমি তখন খুশি হয়েছিলাম। মাত্রই আমি সুইডেনের ক্যারোলিন্সকা ইন্সটিটিউটে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিয়ে পড়ানো শুরু করেছিলাম। খানিকটা নার্ভাস ছিলাম। এই শিক্ষার্থীরা অনেক অনেক স্মার্ট। আমি যা পড়াব তা হয়ত তারা অলরেডি জানেই। ওরাও শিম্পাঞ্জির চেয়ে কম জানে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু যতই বেশি মানুষকে টেস্ট করলাম, ততই অজ্ঞতার পরিচয় পেতে থাকলাম। শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই না। সবার মধ্যে। হতাশ হলাম। মানুষ বিশ্বকে এত কম জানে দেখেও চিন্তিতও হয়ে পড়লাম। গাড়িতে জিপিএস ব্যবহার করার সময় এটি সঠিক তথ্য ব্যবহার করছে কি না তা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনাকে ভুল শহরে নিয়ে গেলে আপনি এতে আর আস্থা রাখবেন না। আপনি বুঝবেন, আস্থা রাখলে আপনি চলে যাবেন ভুল জায়গায়। তাহলে নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিকরা ভুল তথ্য মাথায় নিয়ে কীভাবে বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান করবেন? বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা উল্টো হলে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাল সিদ্ধান্ত নেবেন কীভাবে? একজন মানুষ কীভাবে বুঝবেন কোন বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হওয়া উচিত?

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম শুধু জ্ঞান পরীক্ষা আর অজ্ঞতা উন্মোচন করেই বসে থাকব না। সিদ্ধান্ত নিলাম, জানব, কেন এটা হচ্ছে? বিশ্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা এত ব্যাপক ও ধারাবাহিক কেন? আমরা সবাই কখনও কখনও ভুল করি। এমনকি আমিও। সেটা স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু এতগুলো মানুষ এতগুলো বিষয়ে কীভাবে ভুল হতে পারেন? এতগুলো মানুষ কেন শিম্পাঞ্জির চেয়ে কম নম্বর পাচ্ছেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন রাত জেগে কাজ করছিলাম। হঠাৎ করে আমি ব্যাপারটা ধরতে পারলাম। বুঝলাম, বিষয়টা নিছক এমন না যে মানুষ কম জানে। সেক্ষেত্রে তো মানুষ ভুল উত্তর হতো দৈব। শিম্পাঞ্জির মতোই। এখানে ফল শিম্পাঞ্জির চেয়ে খারাপ। দৈব ফলের চেয়ে খারাপ। নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভুল। শুধু সক্রিয় ভুল জ্ঞানের কারণেই এমন খারাপ স্কোর হতে পারে।

আ!

পেয়েছি! আমি এতদিন যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি, বা করছি বলে মনে করছি, সেটার আসল কারণ নতুন তথ্যের খোঁজ না রাখা। আমার ক্লাসের শিক্ষার্থী বা যাদেরকে আমি প্রশ্ন করেছি তাদের সবারই জ্ঞান ছিল। কিন্তু সেটা পুরনো হয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো কয়েক দশক আগের। বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা এমন সময়ের যখন তাদের শিক্ষকরা স্কুলে পড়তেন।

তাই আমার মতে অজ্ঞতা দূর করতে মানুষকে হালনাগাদ জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে। আর সেটা করতে আমাকে আরও ভাল শিক্ষণ উপকরণ তৈরি করতে হবে। যাতে আরও পরিষ্কারভাবে উপাত্ত তুলে ধরা থাকবে। পারিবারিক নৈশভোজে আমি অ্যানা ওলাকে আমার সংগ্রামের কথা বললাম। দুজনেই আমার সাথে যুক্ত হলো। বানানো শুরু করল অ্যানিমেটেড গ্রাফ। অভিজাত এই শিক্ষণ উপকরণগুলো নিয়ে আমি বিশ্বভ্রমণ করলাম। বার্লিনের মন্টেরি ও ক্যানিসের টেড টকে আমার ডাক পড়ল। কোকাকোলা ও আইকেইএ এর মতো বহুজাতিক কর্পোরেশনের বোর্ডরুমে গেলাম। এছাড়াও গিয়েছি ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে। গিয়েছি ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টে। অ্যানিমেটেড চিত্র দেখিয়ে সবাইকে বিশ্বের পরিবর্তন সম্পর্কে জানাতে আমার দারুণ লাগত। আমি সবাইকে মজা করে বলতাম, তারা আসলে বস্ত্রহীন সম্রাট। তারা বিশ্ব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আমরা চেয়েছি সবার মধ্যে বিশ্বের নতুন জ্ঞান দিয়ে দিতে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা বুঝলাম আরও একটা জিনিস কাজ করছে এখানে। আমরা যে অজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছি তা শুধু নতুন তথ্য না থাকার কারণে হচ্ছে না। শুধু পরিষ্কার অ্যানিমেশন দিয়ে ডেটা দেখালেই বা উন্নত শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করলেই এ সমস্যা দূর হবে না। আমি দুঃখের সাথে দেখলাম, যারা আমরা লেকচার পছন্দ করছেন, তারাও আসলে মন দিয়ে শুনছেন না। তারা হয়ত সাময়িক অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন। কিন্তু লেকচারের পরেও তাদের মধ্যে বিশ্ব সম্পর্কে সেই নেতিবাচক ধারণাই থেকে যাচ্ছে। নতুন ধারণার কোনো প্রতিফল নেই। এমনকি আমার বক্তব্যের ঠিক পরপরই আমি মানুষকে দারিদ্র্য বা জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ে কথা তাদের বিশ্বাসের কথা বলতে শুনেছি। অথচ তার বিপরীতটাই আমি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছি। আমি প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম।

বিশ্ব সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের ধারণা এম নাটকীয় কেন? দোষটা কি গণমাধ্যমকে দেওয়া যায়? অবশ্যই আমি তাও ভেবেছি।কিন্তু সেটি ছিল ভুল ভাবনা। হ্যাঁ, গণমাধ্যমের ভূমিকা আছে এতে। সেটা নিয়েও আমি পরে কথা বলব। তবে তাদেরকে এ কাজের মূল হোতা ভাবা ঠিক হবে না। ঠিক হবে না দুয়ো দেওয়া।

সুইজারল্যান্ডের ছোট্ট কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ শহর ড্যাভোসে ২০১৫ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম বসে। সেখানে আমার সাথে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া একটি ঘটনা ঘটে। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী একহাজার মানুষের মিলনমেলা। আছেন ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক নেতা, উদ্যোক্তা, গবেষ্ক, কর্মী, সাংবাদিক। এমনকি রয়েছেন জাতিসংঘের বড় বড় কর্মকর্তা। ফোরামের প্রধান অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় আর্থসামাজিক ও টেকসই উন্নতি। এখানে বিল গেটস ও মেলিন্ডা গেটসের সাথে ছিলাম আমিও। কক্ষে প্রবেশের সময় আমি কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান ও জাতিসংঘের সাবেক এক সচিবকে দেখলাম। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের প্রধানদের দেখলাম। বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতাদের দেখলাম। টিভিতে দেখা কিছু সাংবাদিককেও চিনতে পারলাম।

আমি সবাইকে তিনটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। দারিদ্র্য, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও টিকা গ্রহণের হার। আমার খুব স্নায়ুচাপ হচ্ছে। আমার শ্রোতারা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর জানলে আমার পরবর্তী স্লাইডগুলো কোনো কাজে আসবে না। যেখানে দেখানো হয়েছে তাঁরা কতটা ভুল এবং তাঁদের উত্তর আসলে কী হওয়া উচিত ছিল।

আমার আসলে চিন্তিত না হলেও হত। শীর্ষ এই আন্তর্জাতিক মানুষগুলো আগামী কয়েকদিন একে অপরের কাছে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করবেন। সাধারণ মানুষের চেয়ে তারা দারিদ্র্য সম্পর্কে বেশি জানবেন এটাই তো স্বাভাবিক। ৬১ ভাগ মানুষই সেটা পেরেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে তাঁরাও শিম্পাঞ্জির চেয়ে খারাপ অনুমান করেছেন। এই মানুষগুলোর কাছে কিন্তু সবচেয়ে তাজা তথ্য-উপাত্ত ছিল। তাদের উপদেষ্টারা সারাক্ষণ তাদেরকে এসব খোঁজখবর জানিয়ে দেন। তাঁদের না জানার কারণ কী? তাঁরা তো অন্যদের মতো বিশ্বের পুরনো চিত্র মাথায় নিয়ে ঘোরেন না। কিন্তু তবুও তাঁরাও বিশ্ব সম্পর্কে মৌলিক বিষয় ভুল জানেন।

এই সম্মেলনের পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো আমার কাছে।

আমাদের নাটকীয় স্বজ্ঞা ও অতিনাটকীয় বিশ্বধারণা

এই কারণেই বইটি লেখা। আমি শেষ পর্যন্ত যা কিছু পেলাম তাই এখানে লিখেছি। তথ্য-ভিত্তিক বিশ্ব ধারণা শিখানোর পেছনে বহু বছর ধরে চেষ্টা করে গিয়েছিলাম। শুনেছি, মানুষ কীভাবে চোখের সামনে থাকা তথ্যকে ভুল ব্যাখ্যা করে। দেখলাম কীভাবে মানুষ বিশ্ব সম্পর্কে শিম্পাঞ্জীর চেয়ে কম ধারণা রাখে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সচেতন, এমনকি উচ্চশিক্ষিত মানুষও ভুলগুলো করেন। (আমি আপনাদেরকে আপনাদের করণীয় সম্পর্কেও বলব) এক কথায়:

বিশ্বটা সম্পর্কে একটু ভাবুন। যুদ্ধ, সহিংসতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মানবঘটিত দূর্যোগ, দুর্নীতি। এগুলোর অবস্থা ইতিবাচক নয়। এবং মনে হচ্ছে আরও খারাপ হচ্ছে, তাই না? ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। গরীব আরও গরীব হচ্ছে। গরীবের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বড় কিছু করতে না পারলে দ্রুতই আমাদের সব সম্পদ ফুরিয়ে যাবে। অন্তত এই ধারণাটাই বেশিরভাগ পশ্চিমারা মিডিয়ায় দেখেন। মাথায় চলছে এই ভাবনাটাই। একে আমি বলি অতিনাটকীয় বিশ্বভাবনা। এটা উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির কারণ।

আসলে বিশ্ব জনসংখ্যার বেশিরভাগই আয়সীমার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছেন। আমরা মাঝামাঝি বলতে যেটা বুঝি তারা হয়ত তা নন, তবে তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছেন না। তাদের মেয়েরা স্কুলে যায়। তাদের সন্তানরা টিকা নেয়। তাদের পরিবারে সন্তান দুটি। ছুটিতে তারা দেশের বাইরে যায়। আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে নয়। ধাপে ধাপে, এক বছর এক বছর করে মানুষের উন্নতি হচ্ছে। প্রতিটি বছর প্রতিটি জিনিসের উন্নতি হচ্ছে না। তবে নিয়ম করে উন্নতি হচ্ছে। পৃথিবীর সামনে অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ আছে। তবুও উন্নতিও হয়েছে বড় আকারের। এটাই হলো তথ্য-ভিত্তিক বিশ্বধারণা।

অতিনাটকীয় বিশ্বধারণাই মানুষকে আমার প্রশ্নগুলোর সবচেয়ে নাটকীয় ও নেতিবাচক উত্তরের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষ চিন্তা, অনুমান বা পড়াশোনার সময় সবসময় অবচেতনভাবেই নিজেদের বিশ্বধারণা কাজে লাগায়। আপনার বিশ্বধারণা ভুল হলে আপনি সে অনুসারে ভুল অনুমান করে ফেলবেন। তবে এই অতিনাটকীয় বিশ্বধারণা পুরনো জ্ঞানের কারণে হয়নি। একসময় আমার সেটাই মনে হত যদিও। সর্বশেষ তথ্য হাতে থাকা মানুষরাও ভুল করে। আমি নিশ্চিত, মিডিয়ার অসৎ উদ্দেশ্য, প্রচারণা, ভুল সংবাদ বা ভুল তথ্যও এর জন্য দায়ী নয়।

অনুবাদকের নোট

১। কোনো ঘটনার প্রতি দ্রুত সাড়া প্রদান করতে পারার নাম রিফ্লেক্স। ধরুন কেউ আপনাকে ঘুষি মারতে উদ্যত হলো। আপনি সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুষি ঠেকালেন। তাহলে আপনার ভাল রিফ্লেক্স আছে।

২। আসলে এখানে শিম্পাঞ্জির কোনো ক্রেডিট নেই। মানুষও যদি শিম্পাঞ্জির মতো দৈবচয়ন করে তাহলে ফল হবে শিম্পাঞ্জির মতোই। আসলে মানুষ ভুল ধারণার কারণেই উত্তরগুলো ভুল দেয়।